রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

ঢাকা, ০৬ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ২১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.৩২৩—জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম গত ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

২। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ / ১৩ ডিসেম্বর ২০২১

জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম গত ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

জনাব রফিকুল ইসলাম ১৯৩৪ সালে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, মিশিগান-অ্যান আরবর বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেন ও গবেষণা সম্পাদনা করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী জনাব রফিকুল ইসলাম ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসাবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, দেশের অন্যতম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের উপাচার্য হিসাবে তিনি কাজ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম নজরুল অধ্যাপক এবং নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ০১ জুন ২০২১ তারিখে তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিও তাঁর ছিল অবিচল সমর্থন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হিসাবে তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল ও স্বাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রশংসনীয়। ভাষা আন্দোলনের দুর্লভ আলোকচিত্র মিছিলের সামনে থেকে তিনি নিজ ক্যামেরায় ধারণ করেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বন্দি শিবিরে নির্যাতিত হন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের উপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়া, 'বীরের এই রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা', 'ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার', 'নজরুল জীবনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর'-এর রচয়িতাও তিনি।

বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এর মধ্যে- একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয় দেশবরেণ্য এ অধ্যাপককে। খ্যাতনামা জনপ্রিয় শিক্ষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাজ্ঞ গবেষক, একনিষ্ঠ সমাজ-সচেতন ব্যক্তিত্ব জনাব রফিকুল ইসলাম ২০১৮ সালে সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ছিলেন স্নেহপরায়ণ একজন আদর্শ, দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক। তিনি ছিলেন বিনয়ী, সদালাপী, পরমতসহিষ্ণু, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন উদারনৈতিক মানুষ। তাঁর জীবনচেতনা ও কর্মে ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা। গবেষণার মাধ্যমে ভাষার সমৃদ্ধি অর্জন এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের নিরন্তর প্রয়াসে তিনি আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শিক্ষা, সাহিত্য, গবেষণা ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অপরিমেয় অবদানের জন্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলামরে মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও গবেষণা ক্ষেত্রে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি হারাল একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ ও গবেষককে। একইসঙ্গে হারাল আলোর দিশারি এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে।

মন্ত্রিসভা অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd